যুগান্তর

তারিখ 29 MAR 2003
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

দিরাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

দিরাই (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি

অশিক্ষার বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছে দিরাই উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থা। আজও নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত হতে পারেনি উপজেলার ৪৫ ভাগ লোক। যেকটি থেকে শিক্ষার শুরু, সেই প্রাথমিক শিক্ষায় বিরাজ করছে বেহাল অবস্থা। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে বদলির ফলে হয়রানির শিকার হচ্ছেন নিরীহ শিক্ষকরা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবে বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। এমনও শিক্ষক রয়েছেন যাদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর মাসেও একবার দেখা হয় না। উপজেলা সদর থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে একটি স্কুলে গত ৬ মাসেও শিক্ষা অফিসার কিংবা সহকারী অফিসারের পদধূলি পড়েনি। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অজুহাতে তাঁরা স্কুল পরিদর্শনে যান না বলে জানা গেছে। সবচেয়ে বেশি অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে। শিক্ষা অফিস সূত্রের তথ্যানুযায়ী দিরাই-শাল্লায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭৫টি। এর মধ্যে ১৪৪টি সরকারি, ১১২টি রেজিস্টার্ড, ২টি আনরেজিস্টার্ড, ১১টি স্যাটেলাইট ও ৭টি কমিউনিটি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৯ হাজার ৪৬২ জন। দিরাইয়ে ১৬৬টি স্কুলে ৫১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। এর মধ্যে ৩৫৫ জন শিক্ষক ও ১৫৭ জন শিক্ষিকা রয়েছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৭৩টি। সূত্রমতে উপজেলায় গ্রামের সংখ্যা ২৩৮। প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৬৬টি গ্রামে। এ হিসাবে ৭২টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। খাতা-কলমে আরও ৭টি কমিউনিটি ও ১টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় থাকলেও সেখানে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। এদিকে প্রশাসনিক তদারকির জন্য সবকটি বিদ্যালয়কে ৬টি ক্লাস্টারে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে শুকুবনগর ক্লাস্টারে ৩০টি, হোসেনপুর ক্লাস্টারে ২৩টি, ধল ক্লাস্টারে ২৪টি, শ্যামারচর ক্লাস্টারে ৩৩টি, ভাটিপাড়া ক্লাস্টারে ৩৬টি এবং কুলঙ্গ ক্লাস্টারে ২০টি বিদ্যালয় রয়েছে।